সংবাদ

তারিখ 6 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আন্দোলনে যাচ্ছে সরকার সমর্থক বৃহৎ শিক্ষক সংগঠনগুলো

রাকিব উদ্দিন

- এক বছর ধরে বন্ধ শূন্যপদে এমপিওভুক্তি
- আটকে আছে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন
- মূল বাধা অদক্ষ আমলাতন্ত্র

বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নে এবার সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনে নামছে সরকার সমর্থক বড় শিক্ষক সংগঠনগুলো। তাদের অভিযোগ, দু-একটি ছোট প্রাপ্তি ছাড়া এই সরকারের আমলে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন দাবিই পূরণ হয়নি। আমলাতন্ত্রের চক্রে আটকে পড়েছে শিক্ষানীতি-২০১০ এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের স্বাভাবিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এক বছর ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে শূন্য ও প্যাটার্নভুক্ত পদে এমপিওভুক্তি। শিক্ষা প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ আমলাতন্ত্রের কাছে জিম্মি বলেও শিক্ষক নেতারা অভিযোগ করেছেন। নেতাদের দাবি- সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে শিক্ষক-কর্মচারীদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করছেন অদক্ষ আমলারা।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ গতকাল সংবাদ'কে বলেন, 'এই সরকারের আমলেই বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে। ১৬শ'র বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। কলেজ শিক্ষকদের টাইমস্কেল দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ভবনে শিক্ষকবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। এমপিওসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবার ৩৪টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। আগে শিক্ষা ভবন নিয়ন্ত্রণ করত ৩টি কয়েক কর্মচারী। এখন শিক্ষা ভবনে সেই সিন্ডিকেটের অস্তিত্বই নেই'।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আন্দোলন : শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কমিশন গঠন, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রবর্তন, অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী কলেজে তৃতীয় শিক্ষকের এমপিওভুক্তি চালু, স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শূন্যপদে নিয়মিত এমপিও সুবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সরকার সমর্থক সবচেয়ে বৃহৎ শিক্ষক সংগঠন 'জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট'র নেতারা।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ দাবি আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্মীদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা না দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী একটি চক্রই শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে আন্দোলনে ঠেলে দিচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফ্রন্টের আহবায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার, অধ্যক্ষ সরকার : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সরকার : সমর্থক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মিজানুর রহমান চৌধুরী, মাহবুব-উল-আলম তালুকদার, এসএমএ জলিল, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, অধ্যাপক রাকিবুল হক, হাবিবুর রহমান হাবিব, এম আরজু প্রমুখ।

এর আগে গত ৩০ জুলাই সরকার সমর্থক অপর শিক্ষক সংগঠন 'শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ' রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছেন, শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ, শিক্ষানীতি ২০১০ দ্রুত বাস্তবায়ন, বাড়িভাড়া ও মেডিকেল ভাতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি বৈষম্য দূর করাসহ ১৭ দফা দাবিতে তারা আগামী ৮ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর লাগাতার ধর্মঘট পালন করবেন।

জানতে চাইলে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের অন্যতম আহবায়ক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদ'কে বলেন, 'এই সরকারের আমলে যেসব শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ পেয়েছেন তারা নিশ্চয়ই এ সরকারের সমর্থক। কিন্তু তারাও বেতন-ভাতা পাচ্ছে না'।

তিনি আরও বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষকরা আজ চরম অবহেলিত। সরকারি শিক্ষকদের সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। আমরা আশা করি সরকার আমাদের ন্যায়সংগত দাবিগুলো পূরণ করবেন। তবে দাবি বাস্তবায়ন না হলে শিক্ষক সমাজ কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে'।

বেতনহীন ১১ হাজার ৬৬৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এমপিওখাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও গত বছরের মে মাস থেকে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শূন্য ও প্যাটার্নভুক্ত পদে নিয়োগ পাওয়া ১১ হাজার ৬৬৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও সুবিধা বন্ধ রেখেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে এই সময়ে নিয়োগ পাওয়া স্কুলের ছয় হাজার ৬৭০ জন, কলেজের দুই হাজার ১০ জন এবং মাদ্রাসার দুই হাজার ৯৮৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী বেতন না পেয়ে বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নেই এমন অজুহাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও সুবিধা বন্ধ রেখেছে মন্ত্রণালয়। অথচ গত অর্থবছরে উদ্বৃত্ত থাকা প্রায় ২৭ কোটি টাকা এবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফেরত দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা জানান, ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জারি করা জনবল কাঠামো অনুযায়ী চাকরিতে যোগদানের পর থেকেই শূন্য ও প্যাটার্নভুক্ত পদে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিও সুবিধা প্রাপ্য হয়। অথচ এই সরকারের সময়ে নিয়োগ পাওয়া ১১ হাজার ৬৬৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

২০১০ সাল থেকে এমপিও বঞ্চিত ১, ৬২২ জন শিক্ষক-কর্মচারী : জানা যায়, ২০১০ সালে সারাদেশের এক হাজার ৬২২টি শিক্ষা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের দুই হাজার ৫৪২ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, আগে নিয়োগ ও পরে সনদ অর্জন এবং এমপিও নীতিমালা পরিবর্তনের ফলে প্রায় এক হাজার প্রতিষ্ঠানের শারীরিক শিক্ষক, কৃষি, কম্পিউটার শিক্ষকসহ কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের এক হাজার ৪৪১ জন প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষক এমপিও বঞ্চিত হয়। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও এক হাজার ১০১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও বঞ্চিত হয়।

এরপর থেকেই 'এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক ফোরাম'র ব্যানারে আন্দোলন করে আসছে বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীরা। তারা এমপিওভুক্তির দাবিতে গত বছর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঈদ উদ্‌যাপনও করেছেন। এরপরও টনক নড়েনি শিক্ষা প্রশাসনের। বার বার আশ্বাস দিয়েও তাদের হতাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে এমপিও বঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের আহবায়ক মনজিল-এ-মিল্লাত সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা ১০/১২ বছর ধরে শিক্ষকতা করে বেতন-ভাতা পাচ্ছি না। এমপিওভুক্ত করার বিষয়ে শিক্ষা প্রশাসন আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি এমপিওভুক্তির নামে চিঠি চালাচালি করেই আড়াই বছর সময় অতিবাহিত করেছে। অদক্ষ আমলারা এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারেনি'।